তারিখ ... ২১ SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

# চড়া দামে কাগজ কিনে এনসিটিবির ক্ষতি ২০ কোটি ২৬ লাখ টাকা

## ● মাথা ভারি জনবল নিয়ে গভীর সংকটে কেপিএম

রাকিব উদ্দিন

রাষ্ট্রায়ত্ত কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'কর্ণফুলী পেপার মিলস লিমিটেড' (কেপিএম) থেকে মুদ্রণ ও কার্টিজ কাগজ কিনে গত তিন বছরে ২০ কোটি ২৫ লাখ ৮১ হাজার ৭২০ টাকা গচ্চা দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। খোলাবাজারের চেয়ে কেপিএম'র কাগজের দাম অনেক বেশি হওয়ায় আগামীতে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে কাগজ আর না কেনার উদ্যোগ নিয়েছে এনসিটিবি।

কেপিএম থেকে অত্যন্ত চড়া দামে কাগজ না কিনতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়ে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে। এ অবস্থায় কাগজের সবচেয়ে বৃহৎ ক্রেতা হারিয়ে সংকটে পড়ছে কেপিএম। এছাড়া প্রয়োজনের চেয়ে চারগুণ বেশি জনবল থাকায় নিয়মিত তাদের বেতন-ভাতাও পরিশোধ করতে পারছে না কেপিএম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন সংবাদ'কে বলেছেন, খোলাবাজারের চেয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কেপিএম'র কাগজের দাম অনেক বেশি পড়ে। তাই সরকারের অর্থ সাশ্রয়ের জন্য আমাদের বাধ্য হয়েই কাগজ কিনতে খোলাবাজারের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এনসিটিবি সব সময় সরকারের অর্থ সাশ্রয়ে সচেষ্ট আছে।

জানা গেছে, কেপিএম এবং খোলাবাজারের কাগজের দাম সম্পর্কে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে এনসিটিবি। এতে দেখা গেছে, বর্তমান ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে এনসিটিবি একই সাইজ ও মানের প্রতি টন মুদ্রণ কাগজ কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে সংগ্রহ করেছে ৯৬ হাজার ২ টাকা দরে। অথচ এবার সংস্থাটি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে খোলাবাজার থেকে একই মানের কাগজ কিনেছে প্রতি টন ৮৪ হাজার ৩৬৯ টাকায়। অর্থাৎ এনসিটিবি'কে কেপিএম থেকে প্রতি মেট্রিক টন কাগজ কিনতে ১১ হাজার ৬৩৩ টাকা বেশি পরিশোধ করতে হয়েছে।

এনসিটিবি'র তথ্যমতে, এনসিটিবি ২০১১ শিক্ষাবর্ষে কেপিএম থেকে সাত হাজার ৭২৮ টন মুদ্রণ কাগজ কিনেছে টনপ্রতি ৯৪ হাজার ১৪৬ টাকা ৯১ পয়সা দরে। একই মানের কাগজ ওই বছর খোলাবাজার থেকে সংস্থাটি কিনে ৮৬ হাজার ২৮৩ টাকা ৪৩ পয়সা দরে। ওই বছর সংস্থাটি কেপিএম ৮৮৬ টন কার্টিজ কাগজ কিনে এক লাখ ১২ হাজার ৯৪০ টাকা ৩৫ পয়সা দরে। সংস্থাটি একই মানের কার্টিজ কাগজ খোলাবাজার থেকে কিনে মাত্র ৮৪ হাজার ৯১৭ টাকা ২৪ পয়সা দরে। ওই বছর কেপিএম থেকে মুদ্রণ ও কার্টিজ কাগজ কিনে এনসিটিবি'কে মোট ৮ কোটি ৫৫ লাখ ৯৭ হাজার ৬২ টাকা গচ্চা দিতে হয়।

একইভাবে এনসিটিবি ২০১২ শিক্ষাবর্ষে কেপিএম থেকে ৬ হাজার ২৮৩ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ কিনে টনপ্রতি ৯৭ হাজার ৩৭৮ টাকা ১৮ পয়সা দরে। অথচ ওই বছর সংস্থাটি খোলাবাজার থেকে একই মানের কাগজ কিনে টনপ্রতি ৯০ হাজার ৪৫ টাকা দরে। ওই বছর সংস্থাটি ৫২২ টন কার্টিজ কাগজ কিনে এক লাখ ১৩ হাজার ৯২৬ টাকা ২৬ পয়সা দরে। আর একই মানের কার্টিজ কাগজ খোলাবাজার থেকে কিনে সংস্থাটি ৮৯ হাজার ৫১০ টাকা দরে। ২০১২ শিক্ষাবর্ষে কেপিএম থেকে মুদ্রণ ও কার্টিজ কাগজ কিনে খোলাবাজারের চেয়ে মোট ৫ কোটি ৮৮ লাখ ১৯ হাজার ৬৫৭ টাকা বেশি দিতে হয় এনসিটিবি'কে।

কেপিএম থেকে কাগজ কেনা নিয়মিত কমিয়ে দিচ্ছে এনসিটিবি। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য কেপিএম থেকে টনপ্রতি ৯৬ হাজার ২ টাকা কাগজ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

### কাগজ : কিনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দরে ৫ হাজার টন মুদ্রণ কাগজ কিনেছে এনসিটিবি। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সংস্থাটি এবার একই মানের কাগজ কিনেছে টনপ্রতি ৮৪ হাজার ৩৬৯ টাকা দরে। তবে কেপিএম থেকে এবার কার্টিজ কাগজ কিনছে না এনসিটিবি। এবার শুধু মুদ্রণ কাগজ কিনেই বাজারদরের চেয়ে কেপিএম'কে মোট ৫ কোটি ৮১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বেশি গুণতে হয়েছে এনসিটিবি'র। এভাবে কেপিএম থেকে, গত তিন বছরে কাগজ ও কার্টিজ কিনে মোট ২০ কোটি ২৫ লাখ ৮১ হাজার ৭২০ টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে এনসিটিবি'কে।

সংকটে কেপিএম : কর্ণফুলী পেপার মিলস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। জানা গেছে, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে জনবল আছে প্রায় আড়াই হাজার। প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা কর্মীই আছে প্রায় ৬০০ জন। এই বিপুল পরিমাণ জনবল নিয়ে গড়ে দৈনিক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে কেপিএম। এতে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিষ্ঠানের কাগজের উৎপাদন-খরচ অনেক বেশি পড়ছে। কিন্তু চড়া দামে ওই প্রতিষ্ঠানের কাগজ কিনছে না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এখন কেপিএম থেকে কাগজ কিনতে অনীহা দেখাচ্ছে। অর্থ সংকটে কেপিএম'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কয়েক মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। ফলে গভীর সংকটে পড়তে যাচ্ছে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে মাত্র অর্ধশত জনবল নিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টিকে পেপার মিলস দৈনিক কাগজ উৎপাদন করছে প্রায় ৪০০ মেট্রিক টন।